দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP 2006 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ঢাবি ক্যাম্পাসে এক সপ্তাহে ১০ বোমা বিস্ফোরণ

॥ মিজানুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত এক সপ্তাহে কমপক্ষে ১০টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। টিএসসি ডাসের পিছনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সাবিনা (৭) নামের একটি শিশু গুরুতর আহত হয়। অধিকাংশ বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে দিনে-দুপুরে। এক সপ্তাহে এত বোমা হামলার ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি ক্যাম্পাস

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রথম। উপর্যুপরি এ বোমা হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আতংকের মধ্যে রয়েছে। বোমা হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তারা বর্তমান ক্যাম্পাসকে অরক্ষিত ক্যাম্পাস মনে করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছে, নিরাপত্তাকর্মীদের সার্বক্ষণিক সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোমা হামলার সূত্রপাত গত ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে। ঐদিন মধুর কেন্টিনে সাংবাদিক সম্মেলনে হামলার পর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। ছাত্রলীগের পদবঞ্চিত নেতাকর্মীদের আহূত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা উপস্থিত হলে ছাত্রলীগের কতিপয় সন্ত্রাসী তাদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ৪ সাংবাদিক গুরুতর আহত হয়। ঐদিন দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ক্যাম্পাসে। সন্ত্রাসীরা মধুর কেন্টিনের সামনে গুলিও ছোঁড়ে। পরের দিন রবিবার মধুর কেন্টিনের সামনে এবং টিএসসির সাংবাদিক সমিতি লক্ষ্য করে বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। ১৯ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শোভাযাত্রা শুরুর ১০ মিনিট পূর্বে সমিতির সামনে শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ঐ দিন রাতে টিএসসি ডাসের পিছনে শক্তিশালী বোমার আঘাতে আহত হয় সাবিনা। এরপর বৃহস্পতিবার রাতে জগন্নাথ হলের উত্তর ভবনের সামনে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণে ছাত্রদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ বোমা বিস্ফোরিত হয় গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কেন্টিনের সামনে। সকাল ১১টার দিকে মাত্র ২০ সেকেন্ডের ব্যবধানে বিকট শব্দে দুটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। বোমার শব্দে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা দিকবিদিক ছোটাছুটি করে। শিক্ষার্থীরা জানায়, বোমা বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পূর্বে ছাত্রলীগ ক্যাডার নাজমুল (বোমা নাজমুল) ঐ স্থানে ছিল। তার গতিবিধি সন্দেহজনক ছিল বলে জানায় শিক্ষার্থীরা।

এদিকে মধুর কেন্টিনে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় ডিবি পুলিশ গত শুক্রবার রাতে বাড্ডা থেকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে। সাংবাদিকদের দায়েরকৃত মামলায় সে এক নম্বর আসামি। বাকিদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ খুঁজছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকদের উপর অব্যাহত হামলা ও হত্যার হুমকির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি গতকাল শনিবার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে অর্ধশতাধিক সাংবাদিক অংশ নেন। মাহাবুবুর রহমান, রিয়াজুল ইসলাম, মোকাররম হোসেন শুভ, খোমেনি ইহসান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবি জানান। আজ রবিবার সাংবাদিক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি বরাবর স্মারকলিপি পেশ করবে।